Interview details

Interview with Sukanta Biswas

Interviewed by Somwrita Nag

সোমঋতাঃ আপনি বাড়ির কারও থেকে পূর্ববাংলা নিয়ে কোন গল্প শুনেছেন? যদি কিছু বলেন? আমি আপাতত বাধা দিচ্ছি না, আপনি বলতে থাকুন। আমি কিছু নোট নিচ্ছি।

সুকান্তঃ বাবার কাছ থেকে গল্প শুনেছি, পুরোটাই গল্প আর কি, নিজেরা কিছুই দেখিনি। সাধারণত ওপার বাংলা, মানে বাংলাদেশ, সেখানে পাবনায় আর কি বাড়িটা ছিল। সেখানে আমাদের সাধারণত ব্যাবসা, মানে পূর্বপুরুষদের ব্যবসা এবং চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তারা। তা ওখানে প্রচুর জমি জায়গা ছিল। এর মধ্যে ইণ্ডিয়া ১৯৪৭ সালে যখন স্বাধীন হয় তখন ইন্ডিয়াতে ঘুরতে আসে ঐ ৫০-৫১ সালে। তখন ঘুরতে এসে দেখে ইন্ডিয়াটা মোটামুটি বাংলাদেশ থেকে অনেক বেটার, এবং বাংলাদেশ থেকে এসে এখনে বসবাস করা যেতে পারে। ঘুরতে আসার মধ্যে দিয়েই আর কি বুঝে নেয়। তারপরে আবার ওপার বাংলায় চলে যায়, মানে দাদু আর কি। যাওয়ার পরে ওখানে জমি জায়গাগুলো ছিল সেখানে কিছু একটা লোককে দায়িত্ব দেয় আর কি। মোটামুটি ২৫-৩০ বিঘা মতন জমি ছিল। সেই জমিটা আইনউদ্দিন নামে এক ব্যাক্তির নাম ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কি তুমি এই জমিগুলো দেখো, আমরা একটু ইন্ডিয়া থেকে আসছি, এসে আবার জমি জায়গাগুলো বিক্রি করবো বা যাই করার হয় করবো, করে আমরা জায়গাটার ব্যবস্থা করবো, তখন মানে ইন্ডিয়া চলে আসে। আসার পরেই ইন্ডিয়াতে সাধারণত ওপরে ঘুরে বেড়ায় কোথাও উত্তরবঙ্গে, নদিয়ার বনগ্রাম, সিংহাটি, গোবরপল্লী, এরকমভাবে কয়েকটা জায়গাতে কিছুদিনের জন্য বসবাস করতে শুরু করে, কিছুদিনের জন্য কিন্তু কোথাও স্থায়ী ভাবে বসবাস করে না। তারপরে কিছুদিন এভাবে চলতে থাকে, চলার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক

অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। তার মধ্যে দিয়ে আমার বাবা খুবই ছোট ছিল, দাদু ছিল – দাদু তখন একটু কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করতো, চাষবাস করতো, মানে লোকের জমি, কিছু জমি ভাগে নিত আর কি। ভাগে নিয়ে চাষবাস করতে করতে তারপর একটা জায়গায় একটা বাড়ি করে মানে বনগ্রামে। বাড়ি করার পরে ওখানে থেকে দেখল যে এখানে জায়গাটা ভাল লাগছে না তারপর এই গ্রামের শেষের দিকে আবার একটা বাড়ি করে। ওগুলো সব ছেড়ে দিয়ে এসে এখানে বাড়ি করে, তারপর এখানে কিছু জমি জায়গা লোকের ভাগের চাষ করত। কিছু গরুও ছিল। গরুর ওপর নির্ভর করে ভাগের চাষ করত আর আমার বাবা পড়াশুনো করত। দাদুর প্রচুর মানে পরিশ্রমের ফলে কিছু একটু একটু করে জমি কিনতে শুরু করে আর কি। জমি করতে করতে এরকমভাবেই, মানে চাষের ওপরেই কিছু জমি কিনতে মোটামুটি ২০-২২ বিঘা মতন জমি কেনা হয়ে যায় আর কি। এর মধ্যে দিয়ে তারপর বাবা হচ্ছে বড় হয়ে যায়। বড় হয় মানে বড় হতে হতে উনি তখন মাধ্যমিক, ১২, ক্লাস এভাবে পাস করতে করতে তখন উনি নানারকম ব্যবসা, পড়াশুনার মধ্যে দিয়েই ব্যবসা করত, করার পরে রাজনীতি, এভাবে করতে অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি তখনও ভাল হয়না আর কি। এভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সাধারণত আসার কারণটা হচ্ছে এই যে ওখানে ওখানকার লোকেরা কিছু অত্যাচার করত, যেমন জমির ফসলগুলোকে কেটে নেওয়া, অত্যাচার করা, মানে বাড়ির গোলা থেকে ধান কেড়ে নিয়ে যাওয়া এই এই ধরনের অত্যাচারের জন্য ওখানে আর কি বাংলাদেশ থেকে এখানে চলে আসে। চলে এসেই তারপরে এখানে চাষবাসের ওপরেই নির্ভর হয় সমস্ত কিছু। চাষ করতে করতে তারপরে বড় হয়ে বাবা একটা ছোট্ট চাকরিও পায় আর কি। চাকরি করতে করতে এই এইতো।

সোমঋতাঃ শুধু ঘুরতে এসে এখানে থেকে যায় নাকি এখানে আসার আরো অনেক কারণ ছিল?

সুকান্তঃ হ্যাঁ ঘুরতে এসেই। ঘুরতে এসে এখানে দেখে যে ভালো লাগে। তারপর বলল যে ইন্ডিয়াই যাওয়া যাক, ইন্ডিয়া গিয়ে ওখানে বসবাস করবো। ওখানেই স্থায়ী হয়ে যাবো আস্তে আস্তে। কারণ ইন্ডিয়া হচ্ছে স্বাধীন দেশ আর বাংলাদেশ তখনও পরাধীন। তাই এখানে আমাদের ভবিষ্যতে হয়ত নানারকম অসুবিধে হতে পারে। তাই তখনই বাংলাদেশ থেকে এখানে চলে আসে। বুঝতে পেরেছিল যে আমাদের ভবিষ্যৎটা ওখানে ভাল হবে না। এটা বোঝার জন্যই আর কি ইণ্ডিয়াতে চলে আসে। এটাই।

সোমঋতাঃ আপনারা কোন অসুবিধা ফেস করেন নি? মানে আপনার দাদু কোন অসুবিধা ফেস করেন নি?

সুকান্তঃ বাংলাদেশে?

সোমঋতাঃ হ্যাঁ

সুকান্তঃ হ্যাঁ, অবশ্যই, অসুবিধা ফেস তো করেছেই, নাহলে কেন আসবে?

সোমঋতাঃ মনে হল কেন যে ওখানে ভবিষ্যতে অসুবিধা হতে পারে? তখন কি প্রেজেন্ট কিছু ফেস করেছিল?

সুকান্তঃ হ্যাঁ তখন প্রেজেন্ট ফেস করেছিল এই কারণেই যে গ্রামের পর গ্রাম ওখানকার সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা সব ওপার বাংলা মানে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া চলে আসে। ইন্ডিয়ার দিকে চলে আসতে দেখলো যে আমরা তাহলে থেকে কি করবো? সবাই তো চলে যাচ্ছে। তাহলে আমরাও যদি না যাই তাহলে পরে আরও অসুবিধা হয়ে যাবে, আমাদের আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সব আসতে আসতে কমতে থাকে, সব ইন্ডিয়ার দিকে চলে আসতে থাকে। এই কারণেই আর কি চলে আসা।

সোমঋতাঃ আপনার জীবনে দেশ ভাগ কি অর্থ বহন করে?

সুকান্তঃ দেশ ভাগটা আমার জীবনে একটা খুবই খারাপ ঘটনা বলে মনে করি আমি। মানে এটা না হলেই ভালো হত। এটাই আর কি। দুটো দেশ

যদি একসাথে হত তাহলে হয়ত চলাফেরার আরও সুবিধা হত। কোনো বাধা থাকত না। ওখানকার, মানে বাংলাদেশে আমাদের যেমন পূর্বপুরুষরা আছে, কিছু আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের সাথে যাতায়াতের অসুবিধা হত না, একটা দেশ - দেশটাও বড় হত এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ভালো হত। এসব চিন্তা ভাবনা করে ভাবি মানে দেশটা ভাগ হওয়াটা একটা ভালো দিক মনে করি না আর কি।

সোমঋতাঃ আপনার দাদু যখন এইপারে চলে এল এবং এপারে আসার পর কিভাবে সেটেল্ করল সেটা যদি একটু বিস্তারিত বলেন। কি কি অসুবিধার মধ্যে দিয়ে বা কিভাবে সেটেল্ করল।

সুকান্তঃ এখানে আসার ফলে মানুষের জমিতেই চাষ করতে হত সাধারণত। এখানে সরকারের সাহায্য তখনও নেওয়া হয় নি মানে আমরা তো যখন রায়ট বা ইয়ে হয় তার আগে চলে আসা হয়। তখনও দুটো দেশের মধ্যে কোনও ঝামেলা বা গণ্ডগোল হয়নি। সুস্থ পরিবেশের মধ্যে দিয়েই এখানে চলে আসে। বহু আগে আর কি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বা ইন্ডিয়া স্বাধীন হওয়ার পরপরই চলে আসে ওজন্য কোনও অসুবিধা হয়নি। সাধারণত চাষের ওপর নির্ভর করত। চাষ আর ব্যবসা। মুদির দোকান ছিল, কোনও অসুবিধা সেরকম হয়নি কিছু আর কি। অর্থনৈতিক একটু সমস্যা ছিল।

সোমঋতাঃ ঐপারে তো নিজেদের জমি ছিল। হঠাৎ এরকম ভাবে এপারে এসে -

সুকান্তঃ ওপারে জমি জায়গা ছিল, তারপরে জমি জায়গাতে আর সম্পূর্ণ যাওয়া হয় নি। ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে পুরোটাই। আর কিছু আনা হয়নি বা বিক্রিও করা হয়নি। তারপর কিছু পয়সাকড়ি আনা হয়েছিল এখানে সামান্য, তা দিয়েও কিছু জমি জায়গা কেনা হয়েছিল, তারপর প্রচুর পরিশ্রমের পরেই এগুলো করা হয়েছে সব।

সোমঋতাঃ ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বর্ডার এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সুকান্তঃ বাংলাদেশ এবং ভারতের যে বর্ডারটা সে বর্ডারটা আর কি, মানে দুটো দেশ যদি এক হত তাহলে বর্ডারের কোনও দরকার ছিল না। তা বর্ডারটা আমি ভাল মনে করি না আর কি। এখন যেহেতু দুটো দেশ হয়ে গেছে - এই দুটো দেশে যেহেতু ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান এখানে বর্ডার অবশ্যই দরকার। এটা ঠিকই আছে আর কি, এখন বর্তমানের অর্থে ঠিক আছে এটা মনে করি ভালোই আর কি, যেহেতু দুটো দেশই আলাদা, দুটো দেশই স্বাধীন। বর্ডারটা দরকার কারণ ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি পুরোটাই আলাদা। ওদের কালচার, ওদের রাজনীতি, ওদের চলাফেরা, ঐ জন্যে দুটো দেশ যেহেতু তাই বর্ডারটা এটা মোটামুটি ঠিকই আছে আমি ভালোই মনে করি আর কি।

সোমঋতাঃ আপনার মতে আপনার দেশ আসলে কোনটা?

সুকান্তঃ আমার দেশ ইন্ডিয়া।

সোমঋতাঃ আপনার বাবা মারও কি তাই? মানে ওনারাও কি তাই মনে করেন না কি ওনাদের আলাদা কিছু অ্যাটাচমেন্ট ছিল যেটার ব্যাপারে আপনি শুনেছেন?

সুকান্তঃ বাবার যেহেতু পাকিস্তান মানে বাংলাদেশে জন্ম তাই বাবার একটু খারাপ লাগে মানে তখন তার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে আর বাবা যখন গল্প আকারে করে তখন অনেক দুঃখ প্রকাশ করে। বলে বাংলাদেশের আবহাওয়া অনেক ভালো, ওখানে প্রচুর নদী মাতৃক দেশ। সারা বছরের মধ্যে মানে ঘুরে ঘুরেই আমাদের দিনগুলো কাটাতে পারতাম। নৌকায় করে ঘুরতে যেতে পারতাম, অনেক মাছ ধরতাম, ইন্ডিয়াতে অতো ভালো মাছ নেই, ওখানে বড় বড় মাছ। বড় বড় খাবার। এইগুলো আর কি। এইগুলোর জন্য ওনার প্রচণ্ড খারাপ লাগে। তবে মার যেহেতু এখানেই জন্ম তাই মা এর ওসবের কোনও ব্যাপারই নয়। ভাল মন্দর ব্যাপারটাই বোঝে না যেহেতু ওখানে যায়ই নি, দেখেনি, বোঝেই না, আর কি।

সোমঋতাঃ আপনার জীবনে ওপারের আচার অনুষ্ঠান খাবার এবং পোষাক আশাক এর সম্পর্কে যদি বিস্তারিত বলেন।

সুকান্তঃ বাংলাদেশের যে পোষাক আশাক বা আচার ব্যবহার এটা আমার খুবই ভালো লাগে আর কি, মানে খুবই ভালো লাগে এই কারণেই কারণ বাংলাদেশে যে সমস্ত মানুষ গুলো আসে দেখেছি, তারা সাধারণত খুবই সহজ সরল এবং তাদের কথাবার্তা বা কালচারটাও ভালো। মোটামুটি মানুষের সাথে মিশতে পারে। মানুষের সাথে চলতে পারে গ্রামের মানুষের সাথে খুব সহজেই আর কি মিশে যেতে পারে। ওদের কালচারটায় কথাবার্তা যেমন ওরা একেবারে মাতৃভাষা মানে নিজের ভাষায় কথা বলে, আমরা যেটাকে বলি বাঙাল ভাষা, আমরা ঠাট্টা করি আর কি খারাপ বলি, আমরা যদি একটু শিক্ষিত হয়ে যাই একটু ভদ্রস্থ ভাবে কথা বলি আর কি, ওরা সেটা করে না, ওরা একেবারে নিজের ভাষাতেই কথা বলে। ওইটাকে মনে করি যে ওরা ঠিক আছে, খুব ভাল লাগে আর কি।

সোমঋতাঃ আপনার জীবনে ওপারের আচার অনুষ্ঠান আপনার পরিবারে কিছু কি এখনও চলে আসছে খাওয়া দাওয়া, যদি কিছু বলেন —

সুকান্তঃ হ্যাঁ অবশ্যই আছে, ওখানকার আচার ব্যবহার যেগুলো হোত, মানে ঠাকুমারা যেটা বাবা বা মাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে, সেই কালচারেই আমাদেরকে শেখাচ্ছে আর কি শেখায়। সেটার থেকে মনে করছি যে অনেক বেটার এবং ভালো এবং ভালোটা নিয়েছি, খারাপটা তো নিই নি এবং আচার অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে আর কি।

সোমঋতাঃ সেটার ব্যাপারে আর একটু যদি বলেন, কেমন আচার অনুষ্ঠান বা কি রকম।

সুকান্তঃ আচার অনুষ্ঠান যেমন বলতে কি ধরনের?

সোমঋতাঃ মানে আমরা যেরকম জানি পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খাওয়া দাওয়া অন্যরকম বা আপনার ঠাকুমা আপনার মাকে যেমন শিখিয়েছেন সেইরকম যদি একটু বিস্তারিত বলেন।

সুকান্তঃ যেমন বাংলাদেশ থেকে আমার ঠাকুমা যেমন মাকে পুরোটাই হাতে করে শিখিয়েছেন, ঠাকুমা যেহেতু বাংলাদেশের কালচারে মানুষ হয়েছেন বা দাদুও হয়েছেন এবং সেটা আমার মাকে শিখিয়ে গেছেন এবং সেই কালচারটা দেখেছি যথেষ্ট ভালো। তাদের রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া, যেমন এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলার মানুষেরা একটু রান্নাবান্না ভালো করতে পারে। আর কি, ভাল আর কি তাদের পূজা আর্চার ব্যাপারটা বা ধর্মের ব্যাপারটা একটু নিষ্ঠাবান ভাবেই পালন করেন, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে এগুলো আর কি ভালই লেগেছে আর কি এটা বাংলাদেশের।

সোমঋতাঃ একটু যদি ডিটেলস্ এ বলেন, সেই পূজা আর্চার ব্যাপারেই আর একটু কিছু --

সুকান্তঃ যেমন পুজো লক্ষ্মীপুজো আছে,সরস্বতীপুজো এই পুজোগুলো আর কি ঠাকুমারা দাদুরা হাতে করে শিখিয়েছেন, সেগুলো যেভাবে শিখেছেন সেগুলোই ওপার বাংলা থেকে শিখে এসে সেগুলো মাকে ওই কালচারে মানে বাংলাদেশের কালচারেই শিখিয়েছেন, সেই কালচারেই এখানে চলছি এখনো, আর পূর্বপুরুষরা যেটা আর কি শিখেছেন সেটা এখনও চলে আসছে বংশ পরম্পরায়, আমরাও সেটাই আর কি করছি।

সোমঋতাঃ সেটা এইপার বাংলার আচার অনুষ্ঠানের থেকে কি রকম অন্যরকম মানে কি ভাবে অন্যরকম, সেটা যদি একটু বলেন।

সুকান্তঃ মানে ওপার বাংলার আচার অনুষ্ঠান পুরোটাই এখনও গ্রাম্য প্রকৃতির মানে তারা আর কি সবার সাথে মিলেমিশে করতে পারে আর কি আর ইণ্ডিয়ার কালচারটা দেখেছি, মানে একটু আত্মকেন্দ্রিক যেটা নিজেই বলবো, নিজেই করবো নিজেই বড় হব, মানে এটাই আর কি, মানে নিজেরা আর কি পুরো একটু সেলফিশ্ এর মতন চলাচল করে ইণ্ডিয়ার মানুষদের মানে কিছু আমাদের এখানে পিছনের দিকে কিছু মানুষ আছে

যাদের পূর্বপুরুষদেরই ইণ্ডিয়ান, তাদের মনের দেখা যে আমাদের ওপরে প্রচণ্ড হিংসা করে আর কি। আমরা যে খুব পরে এসে মানে বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে একদম শুধু হাতে এখানে অনেকটা ডেভেলপ্ করেছি অনেকটা দাঁড়িয়ে গেছি, ওদের সমস্ত জমিজায়গা গুলো আমরা সঠিক মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছি, ওদেরই সব ছিল, কিন্তু ওদের থেকে আমরা কিনে নিয়েছি, পরিশ্রম করে, সেটা ওরা খুব খারাপভাবে দেখে, মানে ওরা তো কাজকর্ম বেশি করতো না, কিন্তু এরা পরিশ্রম করে করেছে বলে মনে হয় যে ইন্ডিয়ার মানুষেরা ফাঁকি দিতে পারে না, মানে ওই খেটে আর কি বড় হয়েছে যে হয়েছে আর কি।

সোমঋতাঃ আপনার দাদু যখন ওপার থেকে এপারে চলে এলেন তখন এখানকার যারা নেটিভ মানুষ ছিল, যারা আসলে পশ্চিমবাংলার মানুষ তারা কেমন ব্যবহার করলেন, কি ব্যবহার তাদের থেকে পেয়েছিল।

সুকান্তঃ যখন চলে এসেছিল তখন সাধারণত ভাল ব্যবহারই পেয়েছিল। কারও বাড়িতে থাকত, মানে ভালো ব্যাবহার না করলে থাকবে কি করে, ওরা তো শুধু হাতে এসেছিল, মানে কিছু মানুষের বাড়িতে জায়গা দিত যে কিছুদিন বসবাস কর, তাদের কিছু জমি দিত যে চাষ কর, চাষ করে আমাদের কিছু ফসল দেবে আর তুমিও কিছু নেবে, এটাই আর কি। তারপরে চাষও করত সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করত, তাতে তখন সেই মুহূর্তে মোটামুটি ভাল ব্যবহার ট্যাবহার কিছু মানুষ করেছিল। যে সবাই যে খারাপ ব্যবহার করেছে তা নয়।অবশ্যই ভাল মানুষ আছে আর কি, তখনও ছিল এই আর কি।

সোমঋতাঃ আপনি আর কি কি গল্প শুনেছেন আপনার বাবার বা দাদুর কাছ থেকে?

সুকান্তঃ দাদুর কাছ থেকে কিছু শুনিনি দাদু তো -

সোমঋতাঃ মানে বাবা মার কাছে, আর কি কি গল্প শুনেছেন এপার ওপারের ব্যাপারে।

সুকান্তঃ বাবা মার কাছে শুনেছি যে ওপার বাংলায় খাওয়া দাওয়া খুব ভাল ছিল, স্বাস্থ্য মানে আবহাওয়া খুব ভালো, ওদের কালচারটাও মোটামুটি ভালো।

সোমঋতাঃ এই খাওয়া দাওয়া কালচার নিয়েই যদি কিছু বিস্তারিত বলেন, কেমনভাবে অন্যরকম, মানে আপনারা যেটা মানছেন এখানকার পশ্চিমবাংলার যারা আদি বাসিন্দা তাদের থেকে কতটা আলাদা কিভাবে আলাদা?

সুকান্তঃ পশ্চিমবাংলার সঙ্গে মোটামুটি, এখন ধরতে গেলে তো, পশ্চিমবাংলায়, ইন্ডিয়াতে, বাংলাদেশের মানুষই তো এখন সমস্ত গ্রামের পর গ্রাম ছেয়ে গেছে। কিছু মানুষ দেখা যায় আর কি, অল্প কিছু আমাদের এই গ্রামের দিকে আছে যে এই ইন্ডিয়ার, তাদের থেকে আমাদের কালচারটা মোটামুটি, এখন প্রায় এক হয়ে গেছে পুরো মানে অনেকটাই, মিলেমিশে গেছে, এখন আর সেটা এই মুহূর্তে মনে হয় না এই সমাজে যে ওরা এখনও আমাদের থেকে একটু আলাদা হয়ে গেছে তা নয় এখন মোটামুটি একই রকম আর কি।

সোমঋতাঃ আগে আলাদা ছিল? কেমন ভাবে আলাদা ছিল?

সুকান্তঃ আগে ব্যবহার খারাপ করত, যেমন বলত যে বাংলাদেশ থেকে এসেছে, এদের কল থেকে জল নেওয়া যাবে না, কলটা ধুতে হবে। বাঙালদের সাথে এই ধরনের আর কি। এখন আর সেটা করে না এখন ওরা মোটামুটি আর সেগুলো করে না, এখন মোটামুটি ভালই ব্যাবহার করে আর কি।

সোমঋতাঃ আপনাদের পরিবারে বিশেষ ধরনের রীতিনীতি কি আছে?

সুকান্তঃ আমাদের পরিবারের বিশেষ ধরনের রীতি নীতি বলতে নানা ধরনের পুজো, সব ধরনের পুজোই আর কি যেমন লক্ষী পুজো, মনসা পুজো তারপরে সরস্বতী পুজো তারপরে কি বলে বাস্তু পুজো এবং সব ধরনের পুজোই আর কি আর আমরা সেই পুজোগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি আর যেমন ওই দুর্গা পুজো, কালী পুজো, এইগুলো সাধারণত সমস্ত

পাড়া মিলে একটা জায়গাতে করা হয় সেখানে আমরা সবরকমভাবেই অংশগ্রহণ করি এবং সমস্ত নিয়ম কারণ আর কি মেনে থাকি, যেমন আমরা সরস্বতী পুজোর দিন সেটা হয়ত আমিষ খাই যেহেতু ইলিশ মাছটা ঘরে আনতে হবে এইরকম, কিন্তু অন্য অন্য পুজোতে আমরা যে সারাদিন উপোস থেকে, কোনরকম আমিষ খাবার খাওয়া যাবে না একদম পুরোটাই উপোস থেকে আমরা পুজোটা করি একদম নিষ্ঠার সাথে পালন করি কিন্তু সরস্বতী পুজোটাও ওরকম কি হয় কিন্তু মাছটাও খাওয়া হয় সেটা হচ্ছে পুজোয় অঞ্জলি দেওয়ার পর আর কি, পুজো হয়ে গেলে।

সোমঋতাঃ আরো কিছু খাবার দাবার বা রীতিনীতি সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।

সুকান্তঃ যেমন আমরা মানে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা বাড়িতে যদি আসেন তাহলে আমরা নানা রকম একটু ভালো মন্দ খাবার পরেও শেষের দিকটায় যখন যাবে তার আগের দিন বা সেদিন আমরা একটু পিঠে পায়েস এগুলো খাই, খেতে ভালোবাসি আর কি, সব ধরনের পিঠেই আমাদের তৈরি হয়, আর বিশেষ করে আমাদের পৌষ সংক্রান্তি, যেদিন পৌষ মাস শেষ সেদিনকে আমরা নানা রকমের পিঠে আমাদের করতেই হয়, মানে এটা হচ্ছে নিয়ম, মানে আমাদের বছরে এটা পালন করতেই হবে, মানে বাধ্যতামূলক এর মতন আর কি মানে করে থাকি আমরা, সে সময় আমাদের নানারকম পিঠে, সেই পিঠেগুলো আমরা খাই এবং পাড়াতেও মানে মানুষজন, নানারকম সমাজের মানুষজনকেও আমরা দিয়ে থাকি আর কি।

সোমঋতাঃ আপনি বলেছিলেন যে আপনার ঠাকুমা আপনার মাকে ওপার বাংলার আচার অনুষ্ঠানের মতোই গড়ে তুলেছেন, সেটা যদি একটু বিস্তারিত বলেন, কিরকম আচার অনুষ্ঠান, কি শিখিয়েছেন।

সুকান্তঃ যেমন মাকে ঠাকুমা সাধারণত মাকে শিখিয়েছে যে রান্নাবান্না পুজো, সন্ধ্যা হলে সন্ধ্যা দিতে হবে, তারপরে বছরের এই দিনে এইটা পালন করতে হবে ওটা পালন করতে হবে, যেমন বাস্তু পুজো আছে, বাস্তু

পুজো করতে হবে, তারপরে পৌষ সংক্রান্তির দিন পিঠে পায়েস করতে হবে, এগুলো সবই ঠাকুমাই শিখিয়ে গেছেন যে পূর্বপুরুষরা, আর কোন দিনে কখন কি নিয়মে চলতে হবে এগুলো বলে গেছেন, যেমন সন্ধ্যাবেলায় কীভাবে চলতে হবে, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কি করতে হবে, মানে ঠাকুর পুজো থেকে শুরু করে ঘরে জল দেওয়া বা ঘর ঝাড় দেওয়া এগুলো সব ঠাকুমাই আর কি মাকে বুঝিয়েছেন, সেইভাবেই চলে আর কি মা এটাই।

সোমঋতাঃ আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে ওপার থেকে যখন এপারে এসেছিলেন তখন যেরকম সিচুয়েশন ফেস করেছিল সেই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন।

সুকান্তঃ মানে ওপার থেকে যখন এপারে আসা হয় তখন বাবার মুখে যে গল্পগুলো শুনেছি ওনারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন আর কি যে আমাদেরকে বড় হতে হবে, এই সমাজের সঙ্গে আমাদেরকেও একদম মিশে যেতে হবে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তারপর ওরা পড়াশোনা করত এবং পড়াশোনার মধ্যে দিয়েও ব্যবসা করতেন যেমন হকারি করতেন, যেমন এখান থেকে মাল নিয়ে গিয়ে গিয়ে ওখানে বিক্রি করা, চাল বা সব্জী এই ধরনের জিনিস তারপরে নানারকম জমির থেকে ফসল কিনে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করা, এইভাবে করতে করতে, তারপর দাদু হচ্ছে চাষবাস করা ওই চাষবাস করতেন তারপর ফসল বিক্রি করে টাকা রোজগার করা, এর মধ্যে দিয়ে আমাদের একটা ডেভেলপ্ হয় তারপর আমরা আস্তে আস্তে মোটামুটি আট-দশ বছরের মধ্যে একটা ভাল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছু জমি জায়গাও কিনে ফেলে, এইভাবে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে আর কি প্রায় কুড়ি পঁচিশ বিঘে জমি হয়ে যায় তারপরে আর লোকের জমি চাষ করতে হয় নিজেদের জমিই চাষ করা হয়। তারপরে এখন আর চাষবাসের দিকে আর নজর নেই যেহেতু অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখন অন্য চিন্তা ভাবনা করছি যেমন ব্যবসা চাকরি বাকরি, এই, এখন আর চাষ সেরকম নেই, চাষ করি না।

সোমঋতাঃ আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে এই পারে এসে যখন প্রতিষ্ঠিত হন, তখন এখানে পশ্চিমবাংলার মানুষেরা একটুখানি হিংসা করতে শুরু করে, তো সেইরকম কোনো ঘটনা কিছু ঘটেছিল কিনা, সেরকম আপনি কিছু শুনেছেন আপনার বাবার কাছে?

সুকান্তঃ এপারে এসে আমার বাবা যখন বড়ো হয়ে যায় মানে পড়াশোনা শেষ যখন মানে অসুবিধা সেরকম হয় নি, উনি একটা রাজনীতি করতেন এবার ওই রাজনীতি যখন করতেন তখন উনাকে মাঝে মধ্যেই পালিয়ে যেতে হত, বাইরে বাইরে চলতে হত, বাইরে থাকতে হত এবং ওই রাজনীতিটা করার ফলেই এখানকার মানুষেরা আমাদের জমির ফসল ধান পাট এগুলো খাইয়ে দিত এবং বার বার তুলে নিয়ে যেত বাড়ি থেকে এবং তুলে নিয়ে মেরে দেব এ করব এরকমভাবে অত্যাচার করেছে কিন্তু সেটা হচ্ছে পলিটিক্স এভাবে কিন্তু সাধারণ মানুষ তেমনভাবে আমাদের সাথে সেরকম খারাপ ব্যবহার করে নি আর কি।

সোমঋতাঃ আপনি কখনও বাংলাদেশে গেছেন?

সুকান্তঃ না।

সোমঋতাঃ পরে কখনও যাওয়ার ইচ্ছা আছে?

সুকান্তঃ হ্যাঁ অবশ্যই আছে, যাব একবার ভাবছি।

সোমঋতাঃ কেন মানে আপনার কি পূর্বপুরুষের দেশ দেখতেই।

সুকান্তঃ না পূর্বপুরুষের দেশ দেখার ইচ্ছা অবশ্যই আছে তা ছাড়া ওখানে আমাদের কিছু আত্মীয় স্বজনও আছে, আমাদের নাকি কোথায় একটা বাড়ি ছিল, বাড়িটা প্রচুর জায়গা জমির ওপর ছিল, পুকুর ছিল, গাছপালায় ঘেরা অনেক বড়ো জায়গার ওপরে বাড়ি, আট দশ বিঘা জমির ওপর বাড়ি আর কি, তা দেখতে যাবো, এখনও সে জমিগুলো আছে, যে লোককে দায়িত্ব দেওয়া আছে ওনারা এখনও চাষবাস করে কিন্তু জায়গাটা একবার দেখে আসার ইচ্ছা আছে আর কি।

সোমঋতাঃ ওপারের আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ আছে এখনও আপনার?

সুকান্তঃ হ্যাঁ অবশ্যই।

সোমঋতাঃ ওনারা কি এপারে আসেন নি নাকি ওনারা আবার পার্টিশন এর পর ফিরে গেছেন? তেমন কি কিছু ঘটনা আছে?

সুকান্তঃ ওরা এখানে এসেছে, এখানেও জায়গা জমি আছে উনাদের আবার ওখানেও আছে।

সোমঋতাঃ সেটা নিয়ে একটু যদি কিছু বলেন, এপারে এসে ওপারে ফিরে গেল কেন?

সুকান্তঃ যেমন আত্মীয় স্বজন এখানে কিছু জায়গা জমি, মানে তাদের বাচ্চাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল আত্মীয়র বাড়িতে পড়াশোনা করবার জন্য। জাস্ট এখানে পড়াশুনা করে এম.এ. পাস করেছে এরকম আছে, এম.এ. পাস করে এখানে পড়াশুনা করে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু ওখানে এখনও জমি জায়গা আছে এবং বাড়ি ঘরও আছে, তারা এখনও ওখানেই আছে, কিন্তু তার সন্তানগুলো ইন্ডিয়াতে আছে, পড়াশুনা করছে, পড়াশুনা করে বড় হয়েছে তারপর আস্তে আস্তে ওই জমি জায়গাগুলো সমস্ত বিক্রি করে ওরা চলে আসবে আর কি, এরকম।

সোমঋতাঃ আপনাদের মধ্যে কি নিয়মিত যোগাযোগ আছে বা থাকলে কিভাবে ইন্টার‍্যাকশন বা কিরকম ইন্টার‍্যাকশন হয়?

সুকান্তঃ না সেরকমভাবে নিয়মিত যোগাযোগ নেই, হয়ত দুবছর এক বছর পরে ঘুরতে আসলো, তখন যোগাযোগ হলো আর যোগাযোগ বলতে আমাদের একটা খুব ভালো রিলেটিভ আছে বাংলাদেশে তাদের সাথেই যোগাযোগ থাকে আর কি, এমনি খুব বেশি আত্মীয় স্বজন নেই আমাদের। একটা পরিবার আছে, একটা আত্মীয়ই আছে তাদের সাথে যোগাযোগ থাকে আর কি।

সোমঋতাঃ তারা যখন আসেন তখন কি ধরনের গল্প শোনেন?

সুকান্তঃ তারা যখন আসেন বাংলাদেশের সমস্ত গল্পগুলো করে, বাংলাদেশের কোথায় কি আছে, কোথায় ঢাকা খুব বড় শহর, খুব গ্রাম্য জায়গা নদীনালার দেশ, এই ধরনের গল্পগুলো খুব ভালো করে খাবার দাবার, পরিবেশ, আচার ব্যাবহার, তারপরে ওখানকার আবহাওয়া খুবই ভাল, এসব গল্প টল্প করে আর কি।

সোমঋতাঃ আপনি কি ওপারের স্মৃতি এবং গল্পগুলো আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে বলতে চান?

সুকান্তঃ না সেরকমভাবে কিছু একটা বলার ইচ্ছা নেই আর কি। সবই তো শেষ হয়ে গেছে, বাংলাদেশের বলতে কিছুই আর ধরতে গেলে নেই, তা এখন আর বলে কি হবে বা আমি কতটুকুই বা জানি। এই যা শোনা গল্প একটু আধটু শুনেছি আর কি, হয়ত গল্পের আকারে কিছু শুনলে শুনবে, মানে বলব এই আর কি, মনে রাখতে চাই না কিছু।

সোমঋতাঃ কেন রাখতে চান না, যদি একটু বিস্তারিত বলেন।

সুকান্তঃ মানে ওই বাংলাদেশের রাখতে চাই কেন?

সোমঋতাঃ মানে আপনি আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে কেন গল্প বলতে চান না?

সুকান্তঃ গল্পটা হচ্ছে আমি কিছু জানি না ওখানের কোন ব্যাপারে জাস্ট গল্প আকারে শুনেছি, কি শুনেছি, কি বলব সেটাই আর কি, যদি বাংলাদেশে কখনও যাই তাহলে বাংলাদেশে গিয়ে যেগুলো দেখবো সেগুলো বলবো, সেগুলো শোনাবো, এই আর কি, যাব তো অবশ্যই।

সোমঋতাঃ আপনার পূর্বপুরুষের স্মৃতি আপনি পরবর্তী প্রজন্মকে বলতে চান না?

সুকান্তঃ স্মৃতিগুলো তো আবছা হয়ে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে, মনে থাকছে না কিছু।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved